রাখালী গান

সূচী :

রাখালী গান, ঘাটু গান

কবি জসীম উদ্‌দীন

ভদ্র ভাষায় আমরা যাহাকে রাখালী গান বলি, গ্রামদেশে সে গানকে রাহালী গান বলে। রাহে রাহে অর্থাৎ পথে পথে এ-গান গাওয়া হয় বলিয়া এ-গানকে রাহালী গান বলে। ইহা এক প্রকার বিলম্বিত লয়ের টানা সুরের গান। বাংলাদেশের সকল জেলায়ই এই গানের প্রচলন আছে। জারি গান, কবি গান, বিচ্ছেদ গান প্রভৃতি অধিকাংশ গান কোন না কোন ধর্মীয় কাহিনী বা রূপকের সহিত জড়িত। কিন্তু বারোমাসী গানে, মুসলমানী বিয়ের গানে, রাখালী গানে একমাত্র বাস্তব জীবনের ঘটনাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

রাখালী গানের বিষয়বস্তু প্রেম। সহজ গ্রাম্য জীবনের ছোট ছোট খণ্ডিত ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই গান রচিত। যুগে যুগে আমাদের গ্রাম্য জীবনের বহু খণ্ডিত ঘটনা এই গানের সুরে ধরা পড়িয়াছে। যেগুলি তার রচনা-বৈশিষ্ট্যে মহাকালের দরবারে নিজে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই, সেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িয়াছে। যেগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে, হয় তাহারা রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঁচিয়া আছে নতুবা যে-সুরকে অবলম্বন করিয়া তাহারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই সুরের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জোরে নিজেদের স্থান কাহাকেও বেদখল করিতে দেয় নাই। মহাকাল তাহাদের গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

রাখালী গানের রচনারীতি একটু অন্য ধরনের। আগেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি মানব জীবনের নানা খণ্ডিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই গান রচিত। এখানে খণ্ডিত ঘটনার বিশ্লেষণের চাইতে খণ্ডিত ঘটনার নির্বাচনেই

banglainternet.com

এই গানের রচয়িতার কৃতিত্ব। অনন্ত অতীত অন্ধকারের অরণ্য হইতে গানের সুরের পাখায় সোয়ার হইয়া কয়েকটি ঘটনা মহাকালের আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে। এরা আমাদিগকে বড় মুগ্ধ করে। কোথাও ইহারা সুদীর্ঘ বিরহ রজনীর একটি করুণ কাহিনী, কোথাও বাসর-শয়নে নববধূর কানে কানে কথা কওয়া দুই একটি মৃদু গুঞ্জরণ, কোথাও বা অলস সন্ধ্যায় নদী-তীরের কেয়াবনের শীতল ছায়ায় কিশোর-কিশোরীর শুভসম্ভাষণ। কোথাও বা গীতি-কবিতার আকারে, কোথাও বা নাটকের আকারে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে। নানা গায়কের কণ্ঠে সোয়ার হইয়া বছরে বছরে ইহারা সুরের আর কথার খোলস বদলাইয়াছে।

বারোমাসী গান ও রূপকথার গানের সঙ্গে রাখালী গানের অনেকখানি মিল আছে। ইহাকে এক কথায় খন্ডিত বারোমাসী বা খন্ডিত রূপকথাও বলা যাইতে পারে। বারোমাসী বা রূপকথায় একটা সমগ্রতার রূপ পাওয়া যায়। রাখালী গানে তাহা পাওয়া যায় না। রাখালী গানে যে খন্ডিত ঘটনার বর্ণনা পাইয়া মুগ্ধ হইলাম, তাহার পরে কি ঘটিবে তাহা কোন কোন রূপকথায় পাওয়া যায়। যেমন মৈষাল বন্ধুর গান ঃ

' মইষ রাখ মৈষাল বন্ধু রে ক্ষীরনদীর কূলে
অরণ মইষে খাইছে ধান বাইন্ধা নিল তোরে।'

এই কাহিনীর পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় প্রকাশিত 'মৈষাল বন্ধু' পালা গানে।

রাখালী গানের কোন ব্যবসায়ী দল নাই। আসর জমাইয়া এই গান কেহ গাহিয়া থাকে না। কাহারও বাড়িতে এই গান গাহিবার রীতি নাই। এই গানের সুরের মাদকতা খুব বেশি। ইহা শুনিলে কুলবধূদের চিত্তচাঞ্চল্যের উদ্রেক হইতে পারে। এই গানের বিরুদ্ধে পল্লীবাসীদের মনে এইরূপ একটি কুসংস্কার আছে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে দুপুরের রৌদ্রে পাটক্ষেত ও ধানক্ষেত নিড়াইতে নিড়াইতে গ্রাম্য চাষীরা আট-দশজন একত্র হইয়া সমবেত সুরে এই গান গাহিয়া থাকে। তাহাদের সমবেত কণ্ঠে বিলম্বিত লয়ের এই গান যখন আরম্ভ হয় তখন মনে হয় সমস্ত মাঠ গানের সুরের উপর সোয়ার হইয়া দুপুরের দুরন্ত বাতাসে কোন্ দূরান্ত অতীতে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকার মাঝিরাও অনেক সময় নৌকায় পাল উড়াইয়া সমবেত কণ্ঠে এই গান গাহিয়া সুদীর্ঘ নদীপথকে বিরহ-আকুল করিয়া তোলে।

রাখালী গানের অধিকাংশ সুরই বাঁশের বাঁশীতে বাজান হয়। গভীর রাত্রিকালে আখের ক্ষেতে বা তরমুজ বাঙ্গির ক্ষেতে পাহারা দিতে কৃষাণ ছেলেরা নিভৃত নিরালায় টঙ্গের উপর বসিয়া বাঁশের বাঁশীতে এই গান বাজায়। কাহারও বাড়ির কাছ দিয়া কেহ যদি বাঁশীতে এই সুর বাজাইয়া যায় সেটা বড়ই নিন্দার কাজ। বিধবা মেয়েরা রাত্রিকালে যদি বাঁশীতে এই গান শোনে তবে তাহার জন্য সে রাত্রের আহার নিষিদ্ধ। সেই জন্য গভীর রাত্রে এই গান বাঁশীতে বাজাইবার রীতি। আমরা পল্লীগ্রামের বাড়িতে বসিয়া কত গভীর রাত্রে দূরের কৃষাণ কুটির হইতে এমনই বাঁশী শুনিয়াছি। বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় সাপুড়েরা সাপ খেলাইতে রাখালী গানের সুর বাঁশীতে বাজাইয়া সাপকে মুগ্ধ করে। পল্লীবাসীদের মধ্যে একটি সংস্কার আছে যে, রাখালী সুরে বাঁশী বাজাইলে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গর্তের ভিতর হইতে সাপ ছুটিয়া আসে। অধিকাংশ রাখালী গানই নানা রকম অবৈধ প্রণয়ের ঘটনায় ভরা। যথা ১৩নং গানে ঃ

' আমার বাড়ি যাইও রে বাওই
সাথে কেদাপানি
গামছা পইরা যাইও রে তুমি
তসর দিব আমি।'

অথবা ঃ

' তরলা বাঁশের কওড়ার বাওই
টোকা দিলে নড়ে,
ওরে সাবধানেতে দিওরে টোকা
ভাসুর শ্বশুর জাগে।'

১২নং গানে পাওয়া যায় নায়িকা ছোট দেওরের সঙ্গে প্রেম করিতেছে ঃ

'ও ছোট দেওরা রে
মোর সোয়ামী গাঁজাখোর
সাইজা দেওরা ঘুমে মোর,
ছোট দেওরা রসীকা নাগর হে।'

banglainternet.com

বহুকাল হইতে এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই বাল্যবিবাহের জন্য বহুস্থানে দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নাই। সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে মেয়েরাই অগ্রণী হইয়াছে দেখিতে পাই। আর এই প্রণয় কোন কোন স্থানে নিকট-আত্মীয় দেবরকে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে। আমাদের সতী-সাধ্বীর দেশে এই গানগুলি পড়িয়া পাঠক হয়ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু ইহা আমাদের বিখ্যাত সমাজ জীবনের চিত্র। সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

১নং ও ২নং গান দুইটিতে স্বামীবিরহে প্রতীক্ষারতা নারীর মর্মবিদারী হাহাকার রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের মতো পূর্বকালে আমাদের দেশের ছেলেরা-মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করিতে পারিত না — তাই বলিয়া ভালবাসার দেবতা এখানে চুপ করিয়া থাকিত না। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা নদীতীরে জল আনিতে যায়। সেই নির্জন নদীতীরে নায়কেরা নায়িকার কাছে দুই একটি প্রণয়-কথা নিবেদন করিতে পারিত। তাহাই অবলম্বন করিয়া বিচ্ছেদ গানে 'জলভরণী' নামে একটি বিভাগ আছে। রাখালী গানের বহু প্রণয়-ঘটনা এই নদীতীরের নির্জনতা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে।

কিন্তু ৬নং ও ৭নং গান দুইটিতে জলভরণরতা একটি মেয়েকে মগ জলদস্যু ধরিয়া লইয়া যায়। ৮নং গানটিও কতকটা অনুরূপ। কিন্তু এখানে জলদস্যু একজন পাঠান। বেলোয়া সুন্দরী রূপকথায় আছে আমির সাধুর স্ত্রী বেলোয়া সুন্দরীকে চাটিগাঁয়া মগে ধরিয়া লইয়া যায়। তখন আমির সাধু একটি সারিন্দা বাজাইয়া নদীর ঘাটে ঘাটে বেলোয়া সুন্দরীর তালাস করিতে থাকে। ময়মনসিংহ গীতিকার বেলোয়া সুন্দরীর পালার সঙ্গে এই গানের কোন সম্পর্ক নাই।

রাখালী গানের বহু পদ ও সুর মুর্শীদাগানে প্রবেশ করিয়াছে। যেমন রাখালী গানে ঃ

' হাল বাও হালুয়া ভাই রে হাতে সোনার নড়ি,
কোন্ পথ দিয়া যাব আমি বিনে ওঝার বাড়ি।
জাল বাও জালুয়া ভাই রে হাতে সোনা ডুরি,
কোন্ পথ দিয়া যাব আমি বিনে ওঝার বাড়ি।'

banglainternet.com

পূর্ববর্তী পদটিকে পরবর্তীকালে মুর্শীদাগানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা ঃ

' হাল বাও হালুয়া ভাই রে হাতে সোনার নড়ি,
কোন্ পথ দিয়া যাব আমি সানালচান্দের বাড়ি।
জাল বাও জালিয়া ভাই রে হাতে সোনার ডুরি,
কোন্ পথ দিয়া যাব আমি সানালচান্দের বাড়ি।'

পূর্বেই বলিয়াছি কোন কোন রাখালী গানে নাটকীয় সমাবেশ দেখা যায়। নদীর ধারে একটি মেয়ে জল আনিতে গিয়াছে। সেখানে তাহার সঙ্গে এক অজানা কিশোরের সঙ্গে এরূপ বাদ-প্রতিবাদ হয় ঃ

' জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছাও ঢেউ,
হাসিলমুখে কও না কথা, সঙ্গে নাই তোর কেউ।'

'পরপুরুষের সঙ্গে আমার কোনই কথা নাই,
ওদিক সরে যাও হে নাগর আমি জল ভরিয়া যাই।'

'কেমন তোমার মাতা-পিতা! কেমন তাদের হিয়া,
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কাঙ্খে কলস দিয়া।'

' ভাল আমার মাতা-পিতা ভাল তাদের হিয়া,
একেলা পাঠাইয়াছে ঘাটে বুকে পাথর দিয়া।'

এই কথাগুলি শুনিয়া ছেলেটি ভাবিল, এখানে তাহার কোন আশা নাই। যাহার বুকে পাথর সেখানে ভালবাসার কুসুম ফুটিবে না। ছেলেটি হয়ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মেয়েটি পিছন হইতে গাহিয়া উঠিল ঃ

'কেমন তোমার মাতা-পিতা কেমন তোমার হিয়া
এত বড় ডাঙর হইছাও না দিয়াছে বিয়া।'

ছেলেটি উত্তর করিল ঃ

' ভাল আমার মাতা-পিতা ভাল তাদের হিয়া,
তোমার মতো সুন্দর পাইলে আমায় দিত বিয়া।'

এরূপ স্পষ্ট উত্তর শুনিবার জন্য মেয়েটি প্রস্তুত ছিল না। সে রাগিয়া উত্তর করিল ঃ

' চুপ থাক রে নির্লজ্জ কুমার লজ্জা নাই রে তোর,
গলেতে কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।'

ছেলেটি তখন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য কিভাবে মেয়েটির অন্তর জয় করিল পাঠক শুনুন ঃ

'কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি,
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুব্যা মরি।'

ইংরেজি একটি লোকগীতির সঙ্গে এই গানটির তুলনা করা যাইতে পারে। সেখানে একটি ছেলে মেয়েটিকে বলিতেছে ঃ

'সোনার মেয়ে, নদীটির ধারে উইলো
ফুলের বেড়া দেওয়া একটি মরণ সেখানে
তোমাকে সঙ্গে করিয়া জোছনা রাতে
কোকিল পাখির গান শুনিবা।'

উত্তরে মেয়েটি বলিতেছে ঃ

' Not John! Not John! Not John! Not.'

' না জন! না জন! না জন! না!'

ছেলেটি আরও নানাভাবে মেয়েটিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। তাহার বীরত্বের কথা বলিল, তাহার অর্থসম্পদের কথা বলিল, কিন্তু মেয়েটির মুখে সেই একটি কথা ঃ

'না জন! না জন! না জন! না।'

ছেলেটি তখন বলিল ঃ

' আমাকে ছাড়া তুমি আর কাহাকেও পরিণয়সূত্রে
বাঁধিবে না, আমাকে ছাড়া তুমি আর কাহাকেও
হৃদয় দান করিবে না। অপর কাহারও মূর্তি
তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে না।'

banglainternet.com

মেয়েটি আগের মতোই বলিল ঃ

' না জন! না জন! না জন! না।'

তখন ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া গির্জায় চলিয়া গেল। এই কবিতাটি আমি শুনিয়াছিলাম আমার 'নক্সী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদিকা মিসেস মিলফোর্ডের মুখে। খুঁজিলে এরূপ গ্রাম্য গান আরও পাওয়া যায়। একটি মেয়েলী গানে আছে ঃ

'এত বড় ডাঙর হইছ নীলা লো
সিন্তা রইছে খালি
আমার সঙ্গে গেলি লো নীলা
সিন্তার সিন্দুর রে দিব।'

মেয়েটি তখন বলিতেছে ঃ

'তোমার সনে গেলে লো সাধুর কুমার
যাইব চাচার রে মান
তোমার সনে গেলে লো সাধুর কুমার
যাইব বাপের রে মান।'

ছেলেটি তখন উত্তর করিল ঃ

'তোমার যে চাচার মানা লো নীলা,
নীলা লো রাখব টেকারে দিয়া,
তোমার যে বাপের মানা লো নীলা
নীলা লো রাখব সেলাম রে দিয়া।'

'জলভর সুন্দরী কন্যা' এই গানটি লোকসঙ্গীতের নানা বিভাগে ভ্রমণ করিয়াছে। রাখালী গানে এর সুর বিলম্বিতলয়ে আকাশ-বাতাস পাগল করিয়া দেয়। আবার দৌড়ের ন্যায় এই গান সোয়ার হইয়া দ্রুতলয়ে নৌকার গতিপথকে আরো বাড়াইয়া তোলে। সামান্য কিছু রদবদল করিয়া সারিগানের সুরে একবার এই গানটি আমি কলিকাতার মেগাফোন কোম্পানি হইতে রেকর্ড করাইয়াছিলাম। তাহা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই গানের কোন কোন পদ বারোমাসী গানেও পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জেলায় বাইদার তামসায় এই গানটি বিলম্বিতলয়ের সঙ্গে তালপ্রধান সুর মিলাইয়া মধুর করিয়া গাওয়া হয়। এই গানটি বাংলাদেশের নানা জেলায় সামান্য রূপান্তর অবস্থায় পাওয়া যায়।

রাখালী গানের সুর বড়ই মধুর। এই সুর যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া সূক্ষ্ম কারুকার্যে লীলায় হেলিতে-দুলিতে থাকে। আমার ' ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়' পুস্তকে কালা মিঞার কথা বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছি। এই কালা মিঞা তাঁহার বাঁশীতে বড়ই মধুর করিয়া রাখালী গান বাজাইতে পারিত। 'স্মৃতির পট' পুস্তকে আনন্দমোহন বিশ্বাসের কথাও সবিস্তারে লিখিয়াছি, সেও বাঁশীতে খুব ভাব মিশাইয়া রাখালী গান বাজাইত। তাঁহার বাঁশীর সুর আমাকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, বহু আয়াসে আমার নিজ গ্রাম হইতে নৌকা করিয়া ১৬/১৭ মাইল অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাঁশী শুনিতে গিয়াছিলাম। সেরূপ গ্রাম্য বাঁশী এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিচ্ছেদ গানে যেসব সুরবৈচিত্র্য আছে রাখালী গানে তাহা পাওয়া যায় না। মেয়েলী গানের মতো ইহার সুর একঘেঁয়ে হইলেও মেয়েলী গানের মতোই ইহার সুরের বিলম্বিত-লয়ে খুব অস্পষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে। কোন গান বার বার না শুনিলে তাহা অনুভব করা যায় না। মেয়েলী গানের সুর প্রায়ই দুই লাইনের মিলবদ্ধ কবিতায় বিস্তারিত। বিচ্ছেদগানের সুর যেমন ভগ্ন-ত্রিপদি ও ত্রিপদি ছন্দে বিস্তারিত হইয়া সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, রাখালী গানে তাহা করে না। এ গান মানুষের সহজ বেদনা ও আনন্দবোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই ইহার কথা বা সুরে কোন শিক্ষার বা অভ্যাসের ছাপ নাই। এই গানকে সত্যকার লোকগীতি বলা যাইতে পারে।

১

' রাইত তুই যা রে যা পোহাইয়ে।
বেলা গ্যাল সন্ধ্যা হৈল—ও হৈল রে গৃহে জ্বালাও বাতি
না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাইতি রে।
রাইতে না একপরের হৈল—ও হৈল রে জ্বলে তারার বাতি
রান্ধিয়া-বাড়িয়া অন্ন জাগব কত রাতি রে।
রাইত না দুই পরের হৈল—ও হৈল রে জলে ডাকে শুয়া
অঞ্চল বিছায়ে নারী কাটে চেকন শুয়া রে।
রাইত না তিন পরের হৈল—ও হৈল রে কোকিল ছাড়ে কুয়া

banglainternet.com

খুইলে মন্দীরার কেওড়[১] লাগুক শীতল হাওয়া রে।
রাইত না পভাত হৈল — হৈল রে পুবে উদয় ভানু
রাধিকার অঞ্চল ধইরে বিদায় মাঙে কানু রে।'

৫০ বৎসর পূর্বে এই গানটি ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রহিম মল্লিকের নিকট থেকে সংগৃহীত।

২

' ও স্বরূপ রে . . . . .
তুই বিনে আর বান্ধব কে মোর আছে রে
প্রাণের স্বরূপ রে

ও স্বরূপ রে . . . . .
তুই যে আমার বান্ধব ছিলি
ঘুমের ঘোরে পালাইলি রে
আমি জাগিয়া না দেখলাম চন্দ্রমুখ রে
প্রাণের স্বরূপ রে।

ও স্বরূপ রে.....
আশা করে বাঁধলাম বাসা
না পুরলো মনের আশা রে
আমার আশাবৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া গেছে রে
প্রাণের স্বরূপ রে।

যখন আমি নিদ্রাবশে
ও স্বরূপ রে
চাতক রইলো মেঘের আশে।
মেঘ ভেসে যায় অন্য দেশে
জল বিনে চাতকীর প্রাণ কেমনে বাঁচে রে।'

কানাইলাল বিশ্বাস।
গ্রাম ঃ কড়িয়াল, ফরিদপুর
সংগৃহীতকাল ঃ সম্ভবত ১৯৩৩

banglainternet.com

১ কেওড় = দরজা।

৩

' জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছাও ঢেউ।
হাসিলমুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।'

'পরপুরুষের সঙ্গে আমার কোনই কথা নাই,
ওদিক সরে যাও হে নাগর আমি জল ভরিয়া যাই।'

'কেমন তোমার মাতা-পিতা কেমন তাদের হিয়া,
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কাঁখে কলস দিয়া।'

' ভাল আমার মাতা-পিতা ভাল তাদের হিয়া,
এত বড় ডাঙ্গর হইছাও না দিয়াছে বিয়া।'

' ভাল আমার মাতা-পিতা ভাল তাদের হিয়া
তোমার মতো সুন্দর পাইলে আমায় দিত বিয়া।'

' চুপ থাক রে নির্লজ্জ কুমার লজ্জা নাই রে তোর
গলেতে কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর।'

'কোথায় পামু কলসী কন্যা কোথায় পামু দড়ি,
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুব্যা মরি।'

৪

' বন্ধু রে পরাণের বন্ধু
তুমি যাইও না রে থুইয়া।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবা রে ছাড়িয়া
তোমার দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম
মাথার ক্যাশও দিয়া রে।

ভাটীর বাঁকে থাক রে বন্ধু উজান বাঁকে থানা
ও তোমার চোখের দেখা মুখের হাসি
কে কইরাছে মানা রে।

বাড়ির শোভা বাগ-বাগিচা ঘরের শোভা ডওয়া
ও রে নারীর শোভা সিতা রে সিঁন্দুর
নদীর শোভা খেওয়া।'

গায়িকা ঃ আমেনা খাতুন,
বয়স ঃ ৫৫ বৎসর, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।
সংগ্রাহক ঃ নজরুল ইসলাম।
১/৩/৬৬ইং

৫

' জষ্ঠি না আষাঢ় মাস রে হা রে দেবীর গর্জন
নিশীর শয়নে রাণী দেখিল স্বপন রে।
বিধির কি হৈল।

স্বপন দেখিয়া রে রাণী উঠিল জাগিয়া
নিব্যা ছিল মনের অনল কে দিল জ্বালিয়া।।

ছয় পুত্র দিল রে আমার সাধু সওদাগর
সেও শোগ পাশরী ছিলাম পেয়ে লখিন্দর।।

ছোপের বাঁশে কাটিয়া রে লখা বানায় গুলাল বাঁশ,
মাইঝার মাঠি বাইটা রে লখাই বানাইল বাটল।
এক বাটল ছাড়ে রে লখাই ডানি আর বাঁয়
আর এক বাটল ছাড়ে রে লখাই পদ্মার হংসের গায়।।'

৬

' এস এস কামার ভাই রে খাও রে বাটার পান,
ভাল কইর‍্যা গইড়্যা রে দিও লোহার বাসরঘর।
লোহার আটন লোহার ছোটন লোহার ছাউনি।
সেই ঘরেতে বাস রে করবে লখাই গুণমনি।।
চাইর দিগেতে জ্বলে রে বাতি মধ্যে জ্বলে রে রত্ন
তারির মধ্য নিদ্রা রে যাচ্ছে সোনার লক্ষিন্দর।।

banglainternet.com

লোহার আটন লোহার ছাটন সোনার ছাউনী,
কি সাপে কামড়াইল রে লখাই তাই বলদি শুনি।।

সুতার চঞ্চল হয়ে কালী না সামালেন বাসরে
বাসরেতে সামায়ে কালী না ঘুরিতে লাগিল।
সাক্ষী থাইক চন্দ্র রে সূর্য হা রে সাক্ষী থাইক ধর্ম
অজ বিনি দোষে বাইনার পুত্র আজ দংশীব কেমনে।।
সোনার বরণ ছিল রে লখাই বিষে হইল কাল,
আজ কি সাপে দংশীল রে লখাই
তাই আমারে বল।।

এক হাতেতে খোন্তা রে কুড়াল, আরেক হাতে রে বাতি
ঔষধ কুড়াইতে রে গেল ঋষি ভাগ রাতি
ঔষধ কুড়াইয়ে রে রাণী ঝাইড়া বান্ধে খোপা
নগর মাতিয়ে বেউলা না পাইল ওঝা।।

ঔষধ বাঁটিতে রে রাণী পাটা কেনে পড়ে,
নিশ্চয় জানিলাম রে পতির মরণ সকালে!!
শুনে শুইনেছি রে বেওলা তোরা বড় সতী,
তয় কেন বাসরের ঘরে মৈল তোর পতি!!
শ্বশুর যদি হও রে তুমি শ্বশুর যদি হও,
রামকলার গাছ আইন্যা রে আমার
বেড়্যা[১] বাইন্দা দ্যাও!!
ওদিক সইরে যাও রে মাগো ওদিক সইরে যাও
চন্দন কাষ্ঠের খড়ি দিলে পোড়াই লখিন্দর!!
মরাপতি নয়্যা রে বেউলা ভাসিল সাগরে
ভাসিতে ভাসিতে রে গেল গোদার যে ঘাটে!!'

' গানটি কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম মনে নাই। খুব সম্ভব ১৯২৪ সনে কোন এক গ্রাম হইতে গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

banglainternet.com

১ বেড়্যা = ভেলা।

৭

'ও রে
কিনা খড়ি কুড়াবার গেলাম রে
ওড়া বাঁশের হারে গোড়া
ও রে মাধব রে দংশিল রে সাপে
বিজ্যাইত্যা জলপুড়া।

গাতল গাতল মাধব উঠে চল রে বাড়ি,
রাত পোহাইলি লোকে বলবি পুরুষবধি নারী,
একে ত বুড়ার বিষ রে উঠ্যা নলে রে হারে ধায়।
নারীর মাথার ক্যাশ রে ছিড়ে ডোর বান্দে পায়।।
ঝালের নাড়ু বানালাম রে আমি প্রাণবন্ধুর লাগি,
জলি বিষের বানালাম রে নাড়ু সোয়ামী বধিতে।
জষ্ঠি না আষাঢ় মাস রে উঠানভরা হা রে পানি,
কোন্ পথ দিয়ে যাব রে আমি বিনে ওঝার বাড়ি,
বিনে ওঝা নাইক্যা রে বাড়ি আছে তারার চাচা,
মাধবরে সারাইতি পারলি দিব পানের বাটা।
বিনে ওঝা নাইক বাড়ি আছে তার ভাই,
মাধবরে সারাইতি পারলি দিব দোহাল গাই।
বিনে ওঝা নাইক বাড়ি আছে তার নাতি।
মাধবরে সারাইতি পারলি দিব সোনার ছাতি।।
খড়ি চলে বোঝায় রে বোঝায় ঘের্ত্ত চলে হা রে বাঁকে,
মাধবরে পুড়াইতে নিল কালীর শ্মশান ঘাটে।
হ্যামন সময় বিনা রে ওঝা আইল হা রে বাড়ি
কাঁচা সরায় দুগ্ধরে দিয়ে মাধবরে সারাইলি।।'

৫০ বৎসর আগে এই গানটি ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রহিম মল্লিকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

৮

'মৈষাল বন্ধু চাকরী করে শীয়ালগঞ্জা থানা
আমি, শুইলে স্বপনে দেখি হা রে আমার মৈষাল্ কাঞ্চা সোনারে।
উজান বাঁকে থাক মৈষাল রে ভাটী বাঁকে রে থানা
চোক্ষের দেখা মুখের কথা রে আজ কে কইর‍্যাছে মানা।
সকাল বেলা উইঠ্যা মৈষাল রে হুক্কায় ভর পানি,
আগুন আনবার ছুত্যা কইরে রে যাইও আমার বাড়ি রে।
আগুন আনবার যাবা মৈষাল রে চালদ্যা ওঠে ধূমা,
আসবার-যাবার কালে মৈষাল বাও গালে খাও চুমা রে।
আমার বাড়ি যাবা মৈষাল রে এই বরাবর পথ,
তেঁতুলগাইছে বাড়ি আমার পুবদুয়ারী ঘর রে।
সেই কালেতে কইছিলাম বন্ধু রে যাইস না গোয়ালপাড়া
কেইড়ে নিবে দুগ্ধের হাড়ি ছিড়বে গলার মালা।

আমার বাড়ি গেলে মৈষাল রে বসতে দিব পীড়্যা,
জল পান করিতে দিব শালীধানের চিড়া।
শালীধানের চিড়া না রে বিন্দু[১] ধানের খই,
নতুন ছোপের কবরী কলা গামছাবান্ধা দই রে।
আমার বাড়ি যাবা মৈষাল রে কিন্যা দিব হাতি
পাড়ার লোকে বইসে বলে আমি নারী মৈষাল ভাতারী রে।
মৈষাল বন্ধু মৈষ রাখে রে ক্ষীরনদীর কূলে
অন্য মৈষে খাবে ধান আমি বাইন্দ্যা নিব তোরে রে।
ওপারকার কদমগাছটি রে লম্বা ছাড়ে কুশী
খালাম না ছুলাম না আমি হোলাম দোষের দুষী রে।
সেকালে কইছিলাম বন্ধু গামছা বিছাও তলে।'

গায়ক: সদরদি গ্রামের তাইজদ্দিনের দলের ১৭ বৎসর বয়সের একটি ছেলে। ৫০ বৎসর আগে গানটি সংগৃহীত হয়।

৯

'সান করিতে আইলাম আমি রে শান বান্দা রে ঘাটে
কোথাকার এক মাগম রাজা রে ও সে পানসী বান্‌ল ঘাটে।
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবির কালে

[১] বিন্দু = বিন্নি।

banglainternet.com

চুলের ঝুইট্যা ধইর‍্যা বাদশা রে ও সে উঠায় নৌকার মাঝে রে।
আগে যদি জানতাম আমি রে মগে ধইর‍্যা নিবি
মায়ের থইন্যা পঞ্চদাসীরে ও আমি নয়্যা আসতাম সাথে রে।
হাল বাও হালুয়া বাই রে হাতে সোনার নড়ী
বাপের আগে খবর কইও রে, তোমার সোন্দর মগে নয়্যা গ্যাছে রে
জাল বাও জালুয়া বাই রে হাতে সোনার ডুরি
মায়ের আগে কহিও খবর রে তোমার সোন্দর মগে করল চুরি।
আগা নায় ঝুমুর ঝুমুর রে ডওরা নায়ে রে পানি
ধীরে ধীরে বাইও নৌকা রে ও আমি মায়ের কান্দন শুনি রে।
চইড় বাও বৈঠা বাও শোন মাঝি রে ভাই
বাঁকে বাঁকে বাইত নৌকা রে ও আমার কান্দে বাপ ভাই রে।।

গায়ক : বাহাদুর মন্ডল, বয়স ৪০ বৎসর। গ্রাম : কোমরপুর, পোস্ট : ফরিদপুর। ৪০ বৎসর আগে এই গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

১০

তৈলীর বাটী গামছা হাতে রে গাও সীনানে যাইও
সান করিতে গেলেন নারী পদ্মা নদীর ঘাটে রে
আমি কি করি।

আগে যদি জানতাম আমি মাখম[১] রাজা ঘাটে
আগে পাছে পঞ্চ দাসী নিতাম পদ্মার ঘাটে রে—
আমি কি করি।

এক ডুব দুইও ডুব তিন ডুবির কালে
কোথাকার মাখম রাজা চুল ধরিয়া উঠাইল রে

---

১ মাখম রাজা, মাঘম রাজা, মঘ রাজা বেদেরা সুন্দরীর পালাগানে আছে তাহাকে মগ জলদস্যুরা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমার মনে হয় এই গানটি সেই পালাগানের ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত। ৪০/৫০ বৎসর আগে এই গানটি সংগৃহীত হয়।

banglainternet.com

আমি কি করি।

আগা নায়ে ঝামুর ঝুমুর রে গাছা নায়ে রে মাঝি,
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা রে আমি পতির কাঁন্দন শুনি রে —
আমি কি করি।

কাঁন্দ না কাঁন্দ না পতি রে আমার মায়ারে ছাড়—
বাক্স ভরা আছে গয়না রে আরেক বিয়্যা কইরো সে
আমি কি করি।

হাল বাও হালুয়া বাই রে হস্তে সোনার রে নড়ী
তুমি নি যাইতে দেখছাও আমার বেলোয়া সুন্দরীরে
আমি কি করি।'

গায়িকা : বিহারী নাসের
বোন বয়স : ৪০, গ্রাম :
গোভারামপুর, ফরিদপুর।

১১

' গগনেতে অধিক প্রহর বেলা
ওকি ও রে জল আনিতে যাবি তোরা
জল বিনে মোর দেহের কর্ম সারা।।

কাজ্যে কলসী মুখে পান
ওকি ও রে (হা রে) যায় রে কন্যা গঙ্গাস্নান
যায় রে কন্যা শান বাঁন্ধ্যা ঘাটে।।

সৈয়দ কয় পাঠানেরে আগে
ওকি ও রে (হা রে) কার বা কন্যা স্নান করে
হস্ত ধইরা তোলো 'লৌকার' পরে।।

ডেকে কয় শ্বাশুড়ীর আগে
ওকি ও রে (হা রে) রান্না রইল চুলার পরে[১]

[১] পরে = উপরে।

আমারে ধরিয়া নেয় পাঠানে।।

ডেকে কয় শ্বশুরের আগে
ওকি ও রে (হা রে) কাজ্যের কলসী রইলো ঘাটে
আমারে ধরিয়া নেয় পাঠানে।।

ডেকে কয় পাঠানী নায়া
ওকি ও রে (হা রে) আমি তো বামুনের ম্যায়া
তোমার সনে আমার কেমনে হবে বিয়া।।

শাখা ভাঙ্গো চুড়ি পর
ওকি ও রে (হা রে) নুর-নবীজীর তরীক ধরো
কলমা পড়ে তুমি হও রে মুসলমান।।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

১২

' ছোপের[১] বাঁশ কাটিয়া রে ছোকরা বানাইও হস্তের নড়ি রে
গরু রাখপার নামড়ি লয়ে ও বন্ধু যাইও আমার বাড়ি রে
শ্বাশুড়ী উঠিয়া বলে বড় বউ লো রাই—
গরু রাকপার আইছে ছোকড়া ও তোমার কেমন সোন্দের ভাই।
বড় বউ উঠিয়া বলে শ্বাশুড়ী লো রাই
গরু রাকপার আইছে ছোকড়া ও তো আমার মিছে সোন্দের ভাই।
আমার বাড়ি যাইও রে ছোকড়া বসতে দিব মোড়া
সুন্দর মুখে তুইলে দিব ওই না পান গুয়া রে।
সোনার গায়ে বেতের বাড়ি আমার কইতে পরাণ ফাটে
হাপনা অঞ্চল বুকেরে দিয়া ওই যে রাজকন্যা কাঁন্দে রে।'

৪০ বৎসর আগে এই গানটি সম্ভবত
কোমরপুর গ্রামের বাহাদুর মন্ডলের নিকট
হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

১৩

' ও কি কানায়ে রে
ওপারকার গোয়ালের নারী হাত-পাও কচলায় রে
এপারকার কানাই থাকে চেয়ে

[১] ছোপের = ঝাড়ের

banglainternet.com

চাহিলে চিন্তিলে চক্ষু না যাবে রে কানাই
কাইল এস নদী সাঁতার দিয়ে।
একে তো চিকন কানাই না জানে সাঁতার রে
না জানে বেওয়া বান্দিতে
কালিয়া চুলের ও বীড়ায় কানাই কার নায়
যদি সে চুলের বীড়ায়
গঙ্গাকে দিব পূজা এ ধবল পাঁঠারে
ঈশ্বরকে গলার হার—
পানির কুম্ভরির সাথে
সহে না নাত রে কানাই কাইল এস একশ শতেকবার।
একে তো চিকন কানাই
আরো তো চিকন রে —
আরো চিকন পিতল আরো কাঁসা হে
মাকাল ফল যেমন বাহিরে রঙ কেমন
এই রকম পুরুষ ভোলায় নারীকে হায় কানাই রে।'

এই গানটি পঞ্চাশ বছর আগে কোন এক কৃষকের নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিলাম। তাহার নাম মনে নাই। গায়ক মস্তান আলীর নিকট ইহার আর একটি পাঠ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

১৪

' ও প্রাণ কানাই রে।
এলিত চিকন কালা
বেলিত চিকন রে,

আরো চিকন পিতলের কাঁদা রে,
মাখাল ও ফল যেমন, বাহিরে রঙ তেমন
ওই রকম পুরুষ ভোলায় নারী
ওকি হায় কানাই রে।

ও সুন্দর কানাই রে।
ওপার যে গোয়ালের নারী
হাত মুখ ধোয় রে
এপার যে কানাই ঠাকে চায়।
চাইলে চিন্তিলে কানাই

ও দুখ আর যাবে না কানাই;
কাইল আইস নদী সাঁতার দিয়া
ওকি হায় কানাই রে।
ও সুন্দর কানাই রে!

গঙ্গাকে দিও পূজা এ ধবল পাঁঠারে
ঈশ্বরকে দিও গলার হার
পানির কুম্ভীরের সাথে
সইসালা রাইখরে কানাই
দন্ডেতে আইস শতেকবার
ওকি হায় কানাই রে।
ও সুন্দর কানাই রে!

হাল বাও হালুয়া ভাই রে
ওই পর্বতের নিচে রে,
আমি ত বানি শাইলি ধানের বারা,
লাঙ্গলের কুঁটিতি কই রে,
খড়িগাছি আইন রে কানাই
কাইল আমার রান্ধনেরি পালা,
কি হায় কানাই রে।'

গায়ক মমতাজউদ্দিনের নিকট হইতে এই গানটি সংগৃহীত হয়। ২৫ বছর আগে তিনি তাঁহাদের গ্রামের মাথুর নিকট হইতে এই গানটি শিক্ষা করেন। ২০/২/৬৮

১৫

' ও ছোট দেওরা রে —
প্রেম যদি করিতে চাও
বাপ-ভাই ছাড়ান দাও (হে)
আর ছাড় এই দ্যাশের বসতি (হে)।।

banglainternet.com

ও ছোট দেওরা রে —
ভাসুর শ্বশুর শুইয়া থাকে
উঁচা ডোরা বড় ঘরে (হে)
আমি থাকি ঐ না ভাঙ্গা ঘরে (হে)।।

ও ছোট দেওরা রে —
মোর সুয়ামী গাঁজাখোর
সাইজা দেওরা ঘুমে ভোর (হে)
ছোট দেওরা রসিকা নাগর (হে)।।

ও ছোট দেওরা রে —
পাখীর ভাল গান সরলা
নারীর ভাল চিকন কালা (হে)
পুরুষ ভাল রসিকা নাগর (হে)।।

ও ছোট দেওরা রে —
ভূঁই নষ্ট আড়াইলা ঘাসে
নারী নষ্ট গাঙ্গের ঘাটে (হে)
পুরুষ নষ্ট শহর-বাজারে (হে)।।

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

১৬

ও বনের বাওই রে —
পান খাইয়াছো পিক ঢাইলাছো রে বাওই
দাঁত কইরাছ ঘোলা,
তোমার দাঁতের উপর মানিক জ্বলে
গলায় বনফুলের মালা।।

ও বনের বাওই রে —
আমার বাড়ি যাইও রে বাওই
এই বরাবর পথ
(ও রে) ডালিমগাইছা বাড়ি আমার
পুবদুয়ারী ঘর।।

inglainternet.co

ও বনের বাওই রে —
আমার বাড়ি যাইও রে বাওই
পথে কেদা পানি
(ও রে) গামছা পইরা যাইও রে তুমি
তসর দিব আমি।।

ও বনের বাওই রে —
আমার বাড়ি যাইও রে বাওই
বসতে দিব ফিঁড়া
(ও রে) জলপান করিতে দিব
শালী ধানের চিড়া।।

ও বনের বাওই রে —
শালী ধানের চিড়া রে বাওই
বিন্দু ধানের খই
(ও রে) নতুন বাগের সবরী কলা
নন্দঘোষের দই।।

ও বনের বাওই রে—
আমার বাড়ি যাইও রে বাওই
বসতে দিব মুরা
(ও রে) দান করিব নীলা ঘুড়া
যৈইবন দিব থুরা।।

ও বনের বাওই রে —
বাঁশতলা দ্যা আস বাওই রে
চারায়[১] কাটবি পাও
(তোমায়) শুকনায় দিব নীলা রে ঘুড়া
বইস্যায় দিব নাও।।

ও বনের বাওই রে —
তরলা বাঁশের কওর রে বাওই
টোকা দিলে বাজে
(ও রে) সাবধানেতে দিও রে টোকা
ঘরে ভাসুর শ্বশুর জাগে।।

ও বনের বাওই রে —
দেওয়া নামে বিন্দু রে বিন্দু বাওই
ভিজে কেন মর
ঘরের কানছি মানকচুর গাছ তার
পাতা মুড়ি দ্যা বইসো।।

ও বনের বাওই রে —
বাইলা চরে বাইলা হংস
গাছের আগায় টিয়া
আমার প্রাণ বাওইরে কইও খবর
সে যেন না করে আর বিয়া।।

ও বনের বাওই রে—
আল্লার কাছে নালিশ কর রে বাওই
আমি যিনি হই নারী
(ও রে) মান-সম্মান লইয়া রে বাওই আমি
যাবো তোমার বাড়ি রে
ও বনের বাওই রে।।

গায়ক ঃ আফসার উদ্দিন জোদ্দার বয়াতী, গ্রাম ঃ শোভারামপুর, জেলা ঃ ফরিদপুর, বয়স ঃ ৭৫ বছর। ছোটভাই গরু চরাইতে গেলে রাখাল ছেলেদের কাছে তিনি এই গানটি শিখিয়াছিলেন।

১৭

' ও রে যৈবন হইল নারীর কাল রে
ছোপের বাঁশ কাটিয়া সাধু রে
হাইলচার বানাও কুড়া,
থুইয়া যাইবা এরূপ যৌবন
আইসা পাবা বুড়ারে
দুখো, যৌবন হইল নারীর কাল রে।।

[১] চারায় = চাড়ায়

banglainternet.com

ছোপের বাঁশ কাটিয়া সাধু রে
হস্তের বানাও লাঠি,
(ও রে) বিদেশেতে যাবা রে প্রাণনাথ
আইসা পাবা মাটি রে।
দুখো... ।।

ছোপের বাঁশ কাটিয়া সাধু রে
বানাও তুমি যা'
বিদেশেতে যাবা রে প্রাণনাথ
আইসা পাবা না রে
দুখো... ।।

সুখে থাক ওহে প্রাণনাথ রে
মনে রইলো তাই
মনে মনে চিন্তা কইরো
কাজের নারী নাই রে
দুখো .... ।।'

গায়ক ঃ আফসারউদ্দীন বয়াতী।

১৮

' ডিঙ্গা বাইয়া যাও রে মাঝি ধার
পানসী বাইয়া যাও,
অভাগিনী নারী রে ডাকে
নয়ন মেলে চাও।
ওরে মাঝি ধাব, হারে নয়ন মেলে চাও।।'

' ডিঙ্গা বাইয়া যাই ওলো সুন্দরী
পানসী বাইয়া যাই
কেমনে কহিব কথা
আমার সঙ্গে বড় ভাই।'

banglainternet.com

' জলে স্থলে থাক রে মাঝি ধাব
জলের আগে কিরা
সত্য কইরা বল মাঝি
কয়টি করছো বিয়া
ও রে মাঝি ধাব, কয়টি করছো বিয়া ।।'

' জলে স্থলে থাকি লো সুন্দরী
জলের দিছ কিরা
সত্য কইর‍্যা বললাম আমি
নাহি করছি বিয়া ।।'

'প্রেমনদীতে ঢেউ উইঠাছে
সুন্দরী প্রাণ করে অস্থির
আমার সাথে কইলে কথা
প্রেম শিখাবো আমি ।'

'ওমন কেনে কর রে নারী দেইখা
জ্বইলা পুইড়া মর ।'

'কোথায় পাব হাঁড়ি রে কলসী
কোথায় পাব রশি
তুমি হইলে যমুনার জল
আমি ডুইব্যা মরি ।'

'কেমন তোমার মাতা রে পিতা
কেমন তোমার হিয়া
এত বড় হইছাও তবু
নাহি দিছে বিয়া ।।'

' ভালো আমার মাতা রে পিতা
ভালো আমার হিয়া
আমি তোমার মতো সুন্দরী পাইলে
তয় সে করতাম বিয়া ।।'

এই গানটি চরজব্বারের নজরুল ইসলাম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ' জলভর সুন্দরী কন্যা ' গানের একটি প্রসিদ্ধ অংশ।

' নীলা না সুন্দর রে
ও রে নীলা নতুন ছোপের কোড়ল রে
নীলার ধোপ কাপড়ে লাগল
কালি মইল্যাম রে ।।

সেও না কালির মইল্যাম রে
ও রে নীলার সাবানে না ওঠে রে
নীলার মনের কালি না ওঠে
জনমে রে ।'

'ষোল দাঁড়ের পানসী রে
ও রে নীলা ঘাটে রইল বাঁধা রে
মাল্লা-মাঝি আরো রইলো
তাদের মায়না রে ।'

' গলার হার বেচিয়া রে,
ও রে দেব মাঝির মায়না রে;
তুমি আরো ছয় মাস থাকো
ঘাটে বাঁধা রে ।।

কানের বালা বেচিয়া রে,
ও রে সাধু দেব মাঝির মায়না রে;
তুমি আরো ছয় মাস থাকো
নীলার ঘাটে রে ।

সাধু নাকি যাবে রে,
ও রে সাধু লংকার বাইন্যাজ্যি রে
আমি একলা নীলা কেমনে রবো
বাসর ঘরে রে ।।'

' আমার বুড়া মা-ও রে
ও রে নীলা তোমার হয় শাশুড়ী রে;
তুমি তারে নিয়া থাকো
বাসর ঘরে রে ।'

banglainternet.com

' তোমার বুড়া মা-ও রে
ও রে সাধু আমার হয় শাশুড়ী রে
তারে কোন্‌দিন যেন বইরা রে নিবে
দারুণ যমে রে।'

' আমার ছোট বুন রে
ও রে নীলা তোমার হয় ননদী রে;
তুমি তারে নিয়া থাকো
বাসর ঘরে রে।'

' তোমার ছোট বুন রে,
ও রে সাধু আমার হয় ননদী রে;
তারে ছয় মাস পরে ধইরা নিবে
ভালো পরে রে।'

' আমার ছোট ভাই রে,
ও রে নীলা তোমার হয় দেওর রে;
তুমি তারে নিয়া থাকো
বাসর ঘরে রে।'

'তোমার ছোট ভাই রে,
ও রে সাধু আমার হয় দেওর রে;
সেইতি নাকি খাবে নীলার
বাটার পান রে।'

২০

' দাসী-বান্দি লইয়া রে দামী
স্নান করিতে যায়,
(ও রে) উনুর-ঝুনুর বাজে নূপুর
বাজে ঐ না দামীর পায়।'

' বিদেইশা সাধু রে নৌকা
ভাটী বেয়ে যায়,
দেখিয়া দামীর সুরাৎ
নৌকা ঐ ঘাটে লাগায়।'

'ছোট না কালের দামী
তোরে কইরাছিলাম বিয়া।
ছোট না দেখিয়া রে দামী
তোরে গিয়াছি ফেলিয়া।'

'কোন্ শহরে বাড়ি রে সাধু
কোন্ শহরে ঘর,
কি নাম তোমার মাতা-পিতার
কি নামটি তোমার?'

'উজানী নগরে ঘর
দাদা কান্ত রায়,
বাপের নামটি সাহা রে বাইন্যা
আমার নামটি তিলক চান।'

' থাকো থাকো থাকো রে সাধু
তুমি থাকো এই না ঘাটে,
ঘরে আছে মাতা রে পিতা
সাধু আসি গে জানিয়া।'

'সোনার বাপজান সোনার বাপজান
(হা রে) সোনার বাপজান বলি,
মোর সাধু কার রে পুত্র
বাপজান তাই বল আজ শুনি।'

'সোনার মা-ধন সোনার মা-বন
(হা রে) সোনার মা-বন বলি;
মোর সাধু কার রে পুত্র
মা-ধন তাই বল আজ শুনি।

banglainternet.com

বারো না বছররে দামী
তেরো না রে হইল,
যৌবনের গৌরব এলো রে দামী
তুমি কারে স্বামী বল ?'

গায়ক ঃ আফসার উদ্দিন।

২১

' আগর চন্দন বাটিয়া রে
ও রে বালি কোটরা সাজালো রে
(বালি) স্নান করতে যায়
শান বান্ধার ঘাটে রে।।

পাতা জলে নামিয়া রে
ও রে বালি পাতা মাঞ্জন করে রে
(বালি) আটুজলে নামিয়া রে বালি
করে কুলি রে।

ও রে আটুজলে নামিয়ে রে বালি।
আটু মাঞ্জন করে।
মাজাজলে নামিয়া রে
ও রে বালি মাজা মাঞ্জন করে রে।

(বালি) পেটজলে নামিয়া রে
পেট মাঞ্জন করে।
বুকজলে নামিয়া রে
ও রে বালি বুক মাঞ্জন করে রে।

(বালি) গলাজলে নামিয়া বালি
গলা মাঞ্জন করে।
থুতুজলে নামিয়া রে
(ও রে বালি) মুখ মাঞ্জন করে।

banglainternet.com

মুখ মাঞ্জন করিয়া রে বালি
চুল ভাসায়ে দিল রে।
এক ডুব দিল রে
ও রে বালি দুই ডুবের কালে রে।

বালির সম্মুখে দাঁড়াইলো
সোনার বাইন্যা[১] রে
বাইন্যা কয়, শোন রে বালি
বলি যে তোমারে
তুমি সোনামুখী
কহ একটি কথা রে।

(আর) শাশুড়ীর আল্লাইদ্যা রে
(ও রে বাইন্যা) শাশুড়ীর পরাণ রে
অন্য পুরুষ দেখি আমি রে
(বাইন্যা) বাপভাইয়ের সমান রে।
এই কথা বলিয়া রে
(ও রে বালি) বাড়ি চইলা যায় রে।'

গায়ক ঃ বাহাদুর মন্ডল, গ্রাম ঃ কোরমপুর জিলা ঃ ফরিদপুর। ৫০ বৎসর আগে সংগৃহীত।

২২

' স্নান করতে আইলাম আমি রে
শান বান্ধার ঘাটে
কোথাকার এক মঘুম রাজা রে
পান্‌সী বাঁনলো ঘাটে রে
কেনে আমি আইলাম স্নানে।।

আগে যদি জানতাম আমি রে
ধইরা নিবে রে মগে,
মায়ের কাইলা পঞ্চদাসীরে
আমি লইয়া আসতাম সাথে রে
কেনে আমি আইলাম স্নানে।।
আগে যদি জানতাম আমি রে
ধইরা নিবে রে মগে,
বাপের কাইলা পঞ্চ সিপাইরে
লইয়া আসতাম সাথে রে,
কেনে আমি আইলাম স্নানে।

আগা নৌকায় ঝামুর-ঝুমুর রে
পাছা নৌকার রে মাঝি,
আস্তে ধীরে বাও নৌকা রে
মায়ের কান্দন শুনি রে;
কেনে আমি আইলাম স্নানে।

আগা নৌকায় ঝামুর-ঝুমুর রে
পাছা নৌকায় রে মাঝি,
আস্তে ধীরে বাও নৌকা রে
বাপের কান্দন শুনি রে;
কেনে আমি আইলাম স্নানে।

আগা নৌকায় ঝামুর-ঝুমুর রে
পাছা নৌকায় রে মাঝি,
আস্তে ধীরে বাও নৌকা রে
পতির কান্দন শুনি রে;
কেনে আমি আইলাম স্নানে।

কাইন্দো না কাইন্দো না পতি রে
আমার মায়া রে ছাড়ো
সিঁথানেতে পানের বাটা রে
শির ফেলাইয়া যায়ো রে
কেনে আমি আইলাম স্নানে।

[১] বাইন্যা = বেনে।

banglainternet.com

কাইন্দো না কাইন্দো না পতি রে
আমার মায়া রে ছাড়ো
বাক্সভরা আছে টাকা রে
দোসর বিয়া কর রে,
কেনে আমি আইলাম স্নানে।'

গায়িকা ঃ বিহারী দাসের বোন, গ্রাম ঃ শোভারামপুর,
জিলা ঃ ফরিদপুর। ৫০ বছর আগে সংগৃহীত।

২৩

'তোমরা দুটি ভাই
ও রে দেওরা নবাবের চাকুরা
তুমি আইলা বাড়ি তোমার
ভাইধন রইল কোথায় রে ?'

' আমরা দুটি ভাই,
ও রে ভাউজ নবাবের চাকুরে;
আমি আইলাম রে বাড়ি আমার
ভাইধন গেছে মারা রে।।'

' কি কথা শুনাইলা রে,
ও রে দেওরা আবার বল শুনি রে;
নিভা ছিল মনের আগুন
দোগুণ জ্বালাইলি রে।'

' কাইন্দো না কাইন্দো না রে
ও রে ভাউজ দিব ঢাকাই শাড়ী রে;
তাই না দিয়া রে ভাউজ
মনেরে বুঝাইও রে।'

'সেও না ঢাকাই শাড়ী রে
ও রে দেওরা দাসীকে বিলাইব রে;
তবু যাবো রে আমার
প্রাণপতির তালাশে রে ।।'

banglainternet.com

' কাইন্দো না কাইন্দো না রে,
ও রে ভাউজ দিব গলার হার রে
তাই না দিয়া রে ভাউজ
মনেরে বুঝাইয়ো রে।"

'সেও না গলার হার রে
ও রে দেওরা দাসীকে বিলাইবো রে,
তবু যাব রে আমার
প্রাণপতির তালাশে রে।।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

২৪

' আগে যদি জানতাম রে বিহাত
সব চালাবা তুমি
না পড়িতাম বালুর চড়ে রে
(ও রে) উইড়া যাইতাম আমি রে
বিহাত মাইরো না।।

আমারে যে মারলে বিহাত
তার নাই রে দায়,
(ও রে) বাসায় আছে দুইটি বাচ্চা
কি হইবে উপায় রে।।

বেলা গেল সন্ধ্যা হইল
মা তো এলো না
(ও রে) দুঃখের জ্বালায় শরীর কালো
প্রাণ তো বাঁচে না রে।।'

গায়ক ঃ আফসার উদ্দিন।

২৫

' একে বন্ধু হালিয়া রে
ও রে বন্ধু আর এক বন্ধু জালিয়া রে
আর এক বন্ধু বড় না'র বেপারী রে।।
এক বন্ধু গাছের পান
আর এক বন্ধু সুপারী রে
আর এক বন্ধু সাদা তামকির পাতা রে।।

বিদেইশার পীড়িতি রে
ও রে বন্ধু মাটিয়ার কলসী রে
ভাইঙ্গা গেলে নাহি লাগে জোড়া রে।

ছোকড়া বন্ধু হালে যায়,
মুখখানি শুকায়ে যায়
কার কাছে পাঠাবো বন্ধুর ভাত রে।

ছোকড়া বন্ধু মাঠে যায়,
জল পিপাসায় প্রাণ যায়
কার কাছে পাঠাবো জলের ঝারি রে।।

ছোকড়া বন্ধু খাবে ভাত
কোথায় পাব ভালো মাছ
কোথায় পাব বিলের মাগুর মাছ রে।

প্রাণের বন্ধু হাটে যায়
মাথার কেশ আউলাইয়া যায়
আমি হিমসাগরী তৈল দিব মাথায় রে।।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

২৬

' নলের আগায় নল-ফড়িংগা
বাঁশের আগায় টিয়া
কারে যিনি অনাথের বন্ধু
কদুরে নেয় ধইরা।।

banglainternet.com

সোনার বাটায় পান সুপারী
রূপার মাথায় চুন
হুক্কার মাথায় আগুন রে দিয়া
জ্বালাই মনের আগুন।।

আশি কান্দে পরশী রে কান্দে
কান্দে রইয়া রইয়া
কারে যেন অনাথের বন্ধু
কম্বুরে নেয় ধইরা।।

আর্শি কান্দে পরশী কান্দে
কান্দে রইয়া রইয়া
নীলাম্বরী কন্যা রে কান্দে
নদীর দিকে চাইয়া।

কাইন্দো না নীলাম্বরী রে কন্যা
লও রে আল্লার নাম
আজরাইল হইছে জানের রে বরী
কম্বুর তাহার নাম।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

২৭

'মাধব মাধব বলিয়া রে
মাধব অন্তরে জ্বলিয়ে মরি
প্রাণের মাধব না আইলা দ্যাশে
আষাঢ় মাসে গাঙ্গে আড়ি
(মাধব রে) কইলকাত্তা কইরাছ বাড়ি
প্রাণের ...।।

আশ্বিন মাসে গাঙ্গে ভাটি;
কইলকাত্তা পাঠাইয়াছি চিঠি
প্রাণের ...।।

banglainternet.com

কার্তিক মাসে গুয়াবাতী
আমার যৈবন হইল করালি রে।।
প্রাণের মাধব না রে আইল রে দেশে।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

২৮

'দেওয়া নামে বিন্দু বিন্দু রে
কুয়া ছাড়লো রাও,
আজ বড় সংকট ও দেখি রে রসিকা
ফিরা ঘরে যাও রে।
নাগর বন্ধু হে।।'

' আজও যদি যাইও ফিরা রে
না আসিব হা রে আর,
(ও রে) তোর সাথে যে পীরিত করে রে সুন্দরী
গাধা হয় তার বাপ;
ওলো সুন্দর কন্যা হে।'

' তোমরা তো পুরুষ জাতি রে
কথার বোঝ আধা,
কি না ছাতার মধুর জন্যে
বাপকে বানাও গাধা;
হে নাগর বন্ধু হে।'

কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত মনে নাই।

২৯

' মৈষ রাখ মষিয়াল বন্ধু রে
কংস নদীর কূলে,
অইরাণ মৈষে খাইছে ধান
বাইন্দা নিবে তোরে রে;
আমি নারী পর অধীন হে।।

বাইন্দা নিবে তোরে বন্ধু রে
না ফিরাবো আমি,
(ও রে) গলার হার বেচিয়া দিব
খেতের গুনাগারী রে
আমি নারী পর অধীন হে।।

আমার বাড়ি যাইতে বন্ধু রে
কার বা রাখো ডর,
ভাসুর আমার গাঁ'র চকিদার
শ্বশুর দফাদার রে
আমি নারী পর অধীন হে।।

যাইতে যদি ইচ্ছা কর রে
আমি থাকবো পথে
নেচে নেচে যাইও বন্ধু
আমার ঘর মাঝে রে।।
আমি নারী পর অধীন হে।।'

৩০

' (ও) কোকিল ডেইকো না রে আর
(ও) বইসা বৃক্ষ ডালের পর
(ও রে) যার স্বামী যায় দূরদেশে লো সই
পুড়া কপাল তার।।

(ও) আমার পতি বিদেশে
(ও) পতির বিধাতার ভুল
(ও রে) রাগ-দুঃখ মনে পাই লো সই
মাথায় কঞ্চা[১] চুল।।

(ও) পতি যাইস না বিদেশে
(ও) আমার প্রাণ বাঁচে কিসে
(ও রে) থাকতো পতি খেলতাম পাশা লো সই
নবীন বয়সে।।

[১] কঞ্চা = কাঞ্চা, কাচা।

banglainternet.com

(ও) পতি গেছে বিদেশে
(ও) রইছি কার আশায় বইসা
(ও রে) যার না মনের আগুন লো সই
সেই জানে।

(ও) পতি বিদেশেতে যায়
(ও) ছোট দেওরা বেঁচে থাক্
(ও রে) ঘরে আছে কাল ননদী লো সই
তারে বনের বাঘে খাক্।'

গায়ক ঃ আফসার উদ্দিন।

৩১

' আইল রে কারীন্দার জল রে
ও মাধব নদী নালে করল তল রে নবীন বয়সে
বর্ষা তো দুরন্ত ভারি বর্ষাতে ঘিরিল বাড়ি
আমার অজান বন্ধু না জানে সাঁতার রে
ও নবীন বয়সে।

ওই ঘাটে যায়ে বাসন মাজন
ও মাধব বাড়িতে যায়া চুলের সাজন
আমার চুলের সাজন চুলে রয়া গেল রে।

শোন ও রে ভোমর অলি
ও মাধব তোর বাগানে নাইকা মালী
আমার মালী বিনে বাগান রইল খালি রে—
নলে নন্দে-নলীতা কয় রে
ও মাধব প্রেম করা তো ভাল নয় রে
আমার দিনে দিনে যৌবন হইল ভার রে।'

পঞ্চাশ বছর আগের সংগ্রহ। গায়কের নাম মনে নাই।

banglainternet.com

৩২

'ষোল দাইড়া পানসী রে
ও রে নীলা ঘাটে বান্ধা রইল রে
পাইট মাল্লারা বইসে দরমা দেয় রে।'

'হাতের বাজু বেচিয়া রে
ও রে পাইটের দরমা দিমু রে
ও রে সাধু আরো ছয় মাস রয়ে যাও মোর তরে রে।'

'আমার যে ছোট ভাই রে,
ও রে নীলা তোমার হয় দেওরা রে,
সেই পহরী রেখে যাব ঘরে রে।'

'তোমার সে ছোট না ভাই,
ও রে সাধু আমার হয় দেওরা রে।
ছয় মাস অন্তর সেও হবে বরি রে।'

'আমার না ছোট না বোন
ও রে নীলা তোমার হয় ননদী রে
সেই পহরী রেখে যাব ঘরে রে।'

'তোমার সে ছোট না বোন
ও রে সাধু হয় ননদী রে
ছয় মাস অন্তর সেও যাবে পরের বাড়ি রে।'

চারাগাছের ডালিমরে,
ও রে সাধু রসে হেলে পড়ে রে,
সেও না ডালিম পরে লুইটা নিবে রে।'

পঞ্চাশ বছর আগে সংগৃহীত। গায়কের নাম মনে নাই।

৩৩

'ও দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও রে কৃষ্ণ দেখি চন্দ্রমুখ,
তোর চন্দ্রমুখ দেখে রে আমার দূরে যাইতে দুঃখ রে
কৃষ্ণ দাঁড়াও রে।।'

ওপারকার পরাঙ্গী ধানরে টিকায় কাইট্যা নিল,
বন্ধুর আগে কইও খবর আমার সময় বইয়া গেল।
ওপার বসে বাজাও বাঁশী এপার বসে শুনি,
কেমনে হইব পার কোলে যাদুমণি।
যখনে করিলাম প্রেম শান বান্ধা ঘাটে।
ছাড়ব না ছাড়ব না বলে হস্ত দিছিলা মাথে।
যখনে করিলাম প্রেম ছিটকি গাছের তলে,
বসন বাজিয়া রইল ছিটকি গাছের ডালে।
আগে যদি জানতাম কৃষ্ণ রে ছাইড়া যাবা তুমি
কোলের ছেলে ফেলে রেখে সঙ্গে যাইতাম আমি।
ওপারকার নারকেলের গাছরে পাইক্যা হৈল ঝুনা,
বন্ধুর গালে দিতে চুমা ভাঙ্গিল নতের গুণ্যা।।
ওপারকার কদমের গাছটি রে লম্বা ছাড়ে কুশী,
খালাম না ছুলাম না আমি রে
ও হৈলাম মিছা দোষের দোষী রে।

আমার বাড়ি যাইও কৃষ্ণ রে এই বরাবর পথ,
ডালিমগাইছা বাড়ি আমার পুব দুয়ারী ঘর।
আমার বাড়ি যাইও কৃষ্ণ রে বসতে দিব পিড়া,
জলপান করিতে দিব শাইল্যা ধানের চিড়া।
শাইল্যা ধানের চিড়া নয় রে বিন্দু[১] ধানের খই
নতুন ছোপের সবরী কলা নন্দঘোষের দই।'

গায়ক ঃ রহিম মল্লিক। ৫০ বছর আগে সংগৃহীত।

৩৪

' এত কথা জানো রে বৌ নারী লো
বন্ধুয়া লয়ে ঘরে

বৌ-বৌ লো —
শাক তুলিবার যাইয়া
ছেঁড়ে লতা-পাতা,

[১] বিন্দু= বিন্নি।

banglainternet.com

শাকের নামে ঠন্ ঠনা ঠন্ ঠনা
ও বৌ নারী লো, বন্ধুয়া লয়ে ঘরে।

বৌ-বৌ লো —
চুল কেনে তোর আউলা ঝাউলা
পিঠে কেন মাটি!'

' গরুর ঘর দুয়ার দেওয়ানে
ও ঠাকরানী লো, বলদে মারছে লাথি।'

' এত কথা জানো রে বৌ নারী লো
বন্ধুরা লয়ে ঘরে।।
বৌ-বৌ লো —
কুন বলদে মারছে লাথি
দেখাইয়া দাও মোরে।'

' ও তোর হালের বলদ হালে গেছে
ও ঠাকরাণ লো দেখাইয়া দিব কারে।'

' এত কথা জানো রে বৌ নারী লো
বন্ধুয়া লয়ে ঘরে।।
বৌ-বৌ লো —
খাট কেন এত নড়ে চড়ে
মৈশারী কেনে নড়ে ?'

' গোল করিস না গোল করিস না বিলাইতে ইন্দুর ধরে।।'

গায়ক : আফসার উদ্দিন।

৩৫

' গুর ম্যাও ম্যাও করে রে বিলেই
গুর ম্যাও ম্যাও করে;
কোন্ ঘরে রহিলা বিলেই
এত নিশি জাগে।

ও বিলেই রে —
তুমি কাল খাইয়াছো ভাজা মাছ
আজ আইছাও তার লোভে
খাইটা দিয়া মারবো চেঙ্গা
লজ্জা পাবা শেষে রে।
বিলেই গুর ম্যাও ম্যাও করে।।

ও বিলেই রে —
আমার বাড়ির ওপার দিয়া
পড়শী বাড়ি বইসো
আমারে শুনাইয়া একটা
রসের কথা কইও রে
বিলেই গুর ম্যাও ম্যাও করে।।

ও বিলেই রে —
ঘরে আছে ভাঙ্গা বেড়া —
সেইখান দিয়া আইসো
মাচার তলে ডাবনে পান
চুন দেখিয়া খাইয়ো রে
বিলেই গুর ম্যাও ম্যাও করে।।
ও বিলেই রে —
আইসো বিলেই বইসো কাছে
খাও রে বাটার পান
রসের কথা কও রে বইসে
জুড়াক পরাণ রে
বিলেই গুর ম্যাও ম্যাও করে।।

ও বিলেই রে —
পৈথান দিয়া আইসা রে বিলেই
সিথান দিয়া বইসো
মাচার তলে গুড়গুড়ি হুক্কা
জল ফেলাইয়া খাইয়ো রে
বিলেই গুর ম্যাও ম্যাও করে।'

গায়কঃ আফসার উদ্দিন।

banglainternet.com

' তুমি গত নিশি কোথায় করলা রে ভোর।
তোমার সাথে করছি প্রেম ওরে বইসা কদমতলে,
প্রেমের কাঁটা বিঁধলো বুকে রে
ও কাঁটা ঝাড়িলে না নামে রে নটবর!
তুমি গত নিশি কোথায় করলা ভোর।

বন্ধুর বাড়ি যাবার আশে রে কাপড় দিলাম যারে
অভাগিনীর পোড়াকপাল রে
নিবার আইছে পরে রে নটবর।
নলে ডাকে নলগুঞ্জারে বাঁশের আগায় রে টিয়া,
বন্ধুর কাছে কইও খবর রে
ও বন্ধু না যেন করে বিয়া রে;
তুমি গত নিশি কোথায় করলা ভোর।'

গায়ক : কছিমদ্দীন মোল্লা, বয়স ২৫ বৎসর, গ্রাম : মেলামের ডাঙ্গী, ডাক : সদরপুর, জেলা : ফরিদপুর, থানা : হালটি।
গায়ক : শিষ্য মঙ্গল শাহ ফকীর, গ্রাম : বাবুর চর,
ডাক : সদরপুর, থানা : হালটি।
এই গানটি বাবাজী গান বলিয়া মনে হয়। মুর্শিদী ফকিরেরা ইহাকে অন্য অর্থে গাহিয়া থাকেন।

ঘাটুগান

ঘাটুগান ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল এবং সিলেট জেলার কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। ঘাটুগান মানে ঘাটের গান। রাধা জল আনিতে কলসী লইয়া জলের ঘাটে যাইতে কৃষ্ণের বাঁশী শোনে। তারপর একের সঙ্গে অপরের গানে গানে কথোপকথন হয়। ঘাটের গান বলিয়া ইহাকে ঘাটুগান বলে। কবি আবদুল কাদির ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল হইতে এরূপ একটি ঘাটুগানের পালা সংগ্রহ করিয়া অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২০/২৫ জন লোক একটি স্থানে বৃত্তাকারে উপবেশন করে। তাহাদের মধ্যে ঘাটুর ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরিয়া বসিয়া থাকে। গানের সুর যখন খুব জমিয়া ওঠে তখন ঘাটুর ছেলেরা দাঁড়াইয়া সেই সুর এবং গানের কথাকে রূপ দেয় তাহাদের নৃত্যের মাধ্যমে। বৃত্তাকারে যেসব গায়কদল উপবেশন করে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা করিয়া রঙিন রুমাল থাকে। মাঝে মাঝে সেই রুমাল উড়াইয়া তাহারা গানের সুরকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে জানুর উপর ভর করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া প্রত্যেকের হাতের রুমালগুলি কাঁপাইতে থাকে। কখনো হাত প্রসারিত করিয়া সমস্ত বৃত্তটিকে ঘেরে দেয়। দলপতির ইঙ্গিতে দোহারেরা এরূপ ওঠানামা করিয়া থাকে। তাহার তল দিয়া রঙিন পোশাক পরিহিত বালকেরা

banglainternet.com

নানা ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। দোহারেরা মিলিয়া যে গান করে তাহাকে ছওম বলে। একই গান কতকটা বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। একই একই কথা নানা ভঙ্গিতে গাহিয়া গায়কেরা অপূর্ব সুর লহরী বিস্তার করে। মাঝে মাঝে দোহারের গান থামিলে ঘাটুর ছেলেরা একক গান করে। সেই সব গান বন্ধের বিচ্ছেদ।

সুললিত বালক কণ্ঠে এই গানগুলি অতি মধুর শোনায়। নিম্নে আমরা একটি বন্ধের বিচ্ছেদ গান উদ্ধৃত করি ঃ

' কঠিন বন্ধুরে!
সুখে না রহিতে দিলি ঘরে,
সাজাইয়া পাগলিনী থেকে দেশান্তরে রে।
কইতে পাঞ্জর ফাটে মুখে নাহি রাও,
নিরবধি ডাকি তোরে ফিরিয়া না চাও,
নয়ন ভরিয়া একদিন না হেরিলাম তোরে রে।
দারুণ কোকীলার সুরে শরীল করলাম কালা,
যৈবনে সহিলাম কত পিরিতির জ্বালা
স্থিতি নাই মথুরার পাখী
এই দেহের ভিতরে রে।'

আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে যখন চাষীদের খেত খামারের বিশেষ কাজ থাকে না তখন কোন কোন গ্রামে এরূপ ঘাটুর দল তৈরি হয়। যদিও রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া এই গানের পদগুলি রচিত কিন্তু এই গানের পশ্চাতে কোন ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মানুভূতি থাকে না। ঘাটুগান সাধারণত মুসলমানেরাই গাহিয়া থাকে। তাহারা রাধাকৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। নিছক রসোপলব্ধির জন্যই এই গানের প্রচলন হইয়াছে। প্রত্যেক দলে দুই তিনজন ঘাটুর বালক থাকে। তাহাদিগকে যোগ্যতানুসারে দুই শত টাকা হইতে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিয়া সারা মওসুমের জন্য নিযুক্ত করা হয়। গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া এই টাকা সংগ্রহ করে।

গ্রাম্য কোন মেলার সময় অথবা হাটের দিন গ্রামবাসীরা স্ব স্ব দল আনিয়া নানাস্থানে তাহাদের গানের জলসা বসায়। সমবেত জনসাধারণ এ আসর ও আসর ঘুরিয়া তাহাদের গান শুনিয়া একদলের সঙ্গে অপর দলের তুলনামূলক সমালোচনা করে। গুণগ্রাহী শ্রোতারা মাঝে মাঝে এইসব ঘাটুর বালকদের গায়ের বসনে এক টাকা হইতে দশ টাকায় নোট আলপিন দিয়া আটকাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে এমন দেখা যায় সুদক্ষ ঘাটুর ছেলের সমস্ত গা এরূপ গুণগ্রাহী দলের নোটের আবরণে ঢাকিয়া গিয়াছে। মেলায়-হাটে এরূপ গান গাহিতে কোন কোন সময় একদলের ঘাটুকে অপর দলে ছিনাইয়া লইয়া যায়। এই গন্ডগোল মাঝে মাঝে কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। তাই হাটে বা মেলায় নিজেদের ঘাটুর দল লইয়া আসিতে গ্রামবাসীরা এরূপ জোর জবরদস্তির মোকাবেলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে।

সাধারণত দুই রকমের ঘাটু দেখা যায়। খাঁটি ঘাটুরা মেয়েদের মতো মাথায় বড় বড় চুল রাখে, গহনা পরিবার জন্য নাক-কান ছিন্ন করে। আর যেসব ঘাটু মাথায় লম্বা চুল রাখে না তাহাদিগকে বট ঘাটু বলে। তাহারা নাচের সময় পরচুলা পরে। ঘাটুদের বয়স বেশি হইলে তাহারা চুল কাটিয়া ফেলিয়া গ্রাম্য যাত্রার দলে অভিনয় করে। গলা ভাল না থাকিলে খেত-খামারের কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করে।

আগে ময়মনসিংহের নদীগুলিতে দুর্গাপূজা ও মনসাপূজার সময় নৌকা দৌড় হইত। এই দৌড়ের নৌকায় ঘাটুরা নাচিয়া গান গাহিয়া মাল্লাদিগকে উৎসাহিত করিত। ময়মনসিংহ জেলায় কোন পাকা বাড়ির ছাদ পিটানোর সময় ঘাটুদিগকে আনিয়া ছাদ পিটানোর তালে তালে নাচাইয়া শ্রমিক দিগকে উৎসাহিত করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক কারণে এবং মোল্লাশক্তির প্রভাবে ঘাটুগান আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আজকাল ঘাটুর বালকেরা গ্রাম্যযাত্রায় নাচিয়া, গাহিয়া ও অভিনয় করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে। মাঝে মাঝে দু'একটি ঘাটুর দল দেখা যায়। গত মাসে ময়মনসিংহের আঠারবাড়ির বাজারে একটি ঘাটু দলের গান শুনিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। এই দলের দলপতির ঠিকানা এখানে লিখিয়া রাখিলাম ঃ

আবদুল হামিদ মিঞা
গ্রাম ঃ বিরামপুর
পো ঃ আঠারবাড়ী
জিলা ঃ ময়মনসিংহ।

banglainternet.com

কৌতূহলী পাঠক এই দলের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে পারেন। কিছুদিন পরে হয়ত এই গান আর শোনা যাইবে না। সুর বিস্তারে এবং নৃত্য পরিবেশনে এই ঘাটুগানের দল যে অপূর্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাহা রেকর্ডযন্ত্রে এবং ছায়াছবিতে ধরিয়া রাখিতে পারিলে ইহা হইতে আমাদের পরবর্তীরা হয়ত অনেক কিছু সৃষ্টি কার্য করিতে পারিত। ঘাটুগানে ঢোল, করতাল, দোতারা, বেহালা ও বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া আবহ রচনা করা হয়। নিম্নে আমরা কয়েকটি ঘাটুগান উদ্ধৃত করিলাম ঃ

১

'মেঘেরি আলোয় ও সকিয়ারে
বংশী মে পরান লিয়ে যায়,
এ কে বংশীকুল বালা,
বাঁশী বাজায় চিকন কালা;
উড়ায়া শেল বন্ধে গায়।'

২

' ও মালেরি ডালে বসে
কোকিলা কি বলে রাইগো।
ময়না পেলেম তোতা পেলেম
আরও পেলেম লালরে
সোনামুখী দোয়েল পেলাম
যার পাকা বুলিরে।'

গায়ক ঃ মনিরুদ্দীন
গ্রাম ঃ চর ঈশ্বরদি
পো ঃ শম্ভুগঞ্জ।
ময়মনসিংহ

৩

' রূপগো আমার মনের মাঝে
আচানক এক রূপ সইগো
যমুনার কিনারে সইগো।
কি হইলো কী হইলো সইগো উপায় বল না,
কলসী বুড়ায়ে গো জলে
আমি চাইয়া রইলাম রূপগো পানে
যমুনার কিনারে।'

গায়ক ঃ ঐ।

৪

' যাব না যাব না আমি সেহি বৃন্দাবনে
সইগো সেহি বৃন্দাবনে,
সইয়া বোল বোল
যেমনি কাজ করিলাম তেমনি ফল পাইলাম
দরখাস্ত দিয়ে স্বামী না হয়ে
জল দিব সিইখানে,
মধু নাই বলে একি শুনালে,
অলি নাই সেই বনে।'

গায়ক ঃ ঐ।

৫

' নিহারে ভিজিল রে শাড়ি
গামছা কেনে ভিজাও না,
আমার লাল রে বরণ,
বন্ধের গামছা নীলার বরণ,
হৈল কি কারণ,
গামছা খান ভিজায়া বন্ধে
পুরাও মনের বাসনা।'

৬

' বাতাসে উড়ায়ে রে নিল
নিঠুর বন্ধের চাদরখান
ওরে নিঠুর বন্ধের চাদরখান গো

banglainternet.com

আমার বক্ষের চাদরখান।
উত্তর থেকে আইলরে বাতাস দক্ষিণ দেশে
আমার বক্ষে রসিক চান্দে আসাম চলে যায়।*

* গায়কের নাম লিখিতে ভুল হইয়াছে।
কিশোরগঞ্জের কোনো এক গায়কের
নিকট হইতে সংগৃহীত।

banglainternet.com